

জ্যোতিষি শাস্ত্রীয়, সম্বন্ধীয়, আলোচনা প্রশ্ন উত্তর

গুরু শিষ্যের মধ্যে জ্যোতিষি শাস্ত্রীয়, সম্বন্ধীয়, আলোচনা প্রশ্ন উত্তর

গুরু::: তুমি একটা জ্যোতিষশাস্ত্রীয়, প্রতিকার করো না কেন?"

শিষ্য:::"আমার কি উচিত, গুরুদেবে? আমি জ্যোতিষশাস্ত্রেরে বিশ্বাস করিনি"???

"এটি বিশ্বাসের প্রশ্ন নয়; যে কোনো বিষয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বিচার করে গ্রহণ করা উচিত তা সত্য কনি। মহাকর্ষের সূত্র নউটনের আগতে- তার পরে যতটা দক্ষতার সাথে কাজ করেছিল। মহাবিশ্ব বিশৃঙ্খল হবে যদি এর নিয়ম ছাড়া কাজ না করে। "সৃষ্টির সমস্ত অংশ একত্রে যুক্ত এবং তাদের প্রভাব বিনিময় করে। মহাবিশ্বের ভারসাম্যপূর্ণ ছন্দ পারস্পরিকতার মধ্যে নহিতি," মানুষকে, তার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, দুটি শক্তির সাথে লড়াই করতে হবে - প্রথমত, তার শরীর সত্তার মধ্যে গুণ্ডগোল, যা পঞ্চমহাভূত--মাটি, জল, আগুনের মিশ্রণের কারণে ঘটে, বায়ু এবং আকাশ উপাদান; দ্বিতীয়ত, প্রকৃতির বাহ্যিক বিচ্ছিন্নকারী শক্তি। যতক্ষণ মানুষ তার জীবন-মৃত্যুর সাথে লড়াই করে, ততক্ষণ সে ইহলৌকিক ও পরলৌকিক অগণিত কর্মফল দ্বারা প্রভাবিত হয়।

"জ্যোতিষশাস্ত্র হল গ্রহের উদ্দীপনার প্রতি মানুষের কর্মফলের প্রতিক্রিয়ার অধ্যয়ন। নক্ষত্রের কোন সচেতন বন্ধুত্ব বা শত্রুতা নেই; তারা কেবল ইতিবাচক এবং নেতিবাচক বিকিরণ পাঠায়। নজিদের মধ্যে, এগুলি মানবতার সাহায্য বা ক্ষতিকর না, তবে কার্যকারণ ভারসাম্যের বাহ্যিক কর্মফলের জন্য একটি শাস্ত্রীয়, বৈধ নিয়মে সরবরাহ করে যা প্রতিটি মানুষ তার অতীতে কর্মফল তৈরি করেছে।

"একটি শিশু সেই দিনে এবং সেই সময়ে জন্মগ্রহণ করে যখন গ্রহদের রশ্মিগুলি তার ব্যক্তিগত কর্মের সাথে গাণিতিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। তার রাশিফল এক একটি কর্মফল দাতা প্রতিকৃতি, যা তার অপরিবর্তনীয় অতীত এবং এর সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কর্মের ফলাফল প্রকাশ করে। কিন্তু জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বজ্ঞাত জ্ঞানের পুরুষদের দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে: ।

বদে পরমেশ্বর স্বয়ং বলছেন যে আমি কর্মফলদাতা ঈশ্বর এবং নক্ষত্র গ্রহদের মাধ্যমেই ইতিবাচক-নেতিবাচক কর্মের ফল আমি ইহলৌকিক জীবনে এবং অলৌকিক জীবনে প্রদান করে থাকি।

জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে বদে পরমেশ্বর এর বাণী অনুসারী আমরা আমাদের প্রাক্তন এবং ইহলৌকিক কর্মফলে গতিবিধি বুঝে শুনতে চলা যোগ্যতা লাভ করতে পারি - এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রতিকারের মাধ্যমে অর্থাৎ শাস্ত্রীয়, প্রতিকারের মাধ্যমে আমরা অনেক দূষিত কর্মফলকে বিশেষ বধিান অনুসারে অল্পের মধ্যে কর্মফল করতে পারি। তাই তোমাকে বদে পরমেশ্বর এর বাণী অনুসারে তোমার দূষিত কর্মের প্রতিকার জ্যোতিষশাস্ত্রের মাধ্যমে করবার উপদেশে দিচ্ছি।